ব্যাংক হিসাব

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফর্মে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায়।

১. সঞ্চয়ী আমানত হিসাবঃ

১. সঞ্চয়ী আমানত হিসাব ব্যক্তি নামে খোলা হিসাব যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোন চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায়।

২. সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়।

৩. আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

৪. হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে চেক বই এর পাশাপাশি এটিএম/ডেবিট কার্ডও সরবরাহ করে থাকে যা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

৫. প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন- টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

২. চলতি আমানত হিসাবঃ

১. চলতি আমানত হিসাব কোন প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়; (trade license is mandatory)

২. এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় এবং আমানতের উপর খুব সামান্য পরিমাণ সুদ/মুনাফা দেয়া হয়।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকই শুধু চলতি হিসাব খুলতে পারে।

৩. মেয়াদি আমানত হিসাব

১. মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়।

২. যেহেতু সুনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ/মুনাফা অর্জন করা যায়;

৩. তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মত ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরী প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সেক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়।

৪. ব্যাংক হিসাবধারীকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে অথবা এককালীন সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে এবং মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ আমানতের টাকা ফেরত প্রদান করে;

৫. মেয়াদী আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণ গ্রহণ বা ক্রেডিট কার্ড নেয়া যায়।

নমিনি নির্বাচন/পরিবর্তন

নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ। হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন। হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন।
ব্যাংক হিসাব খোলার সময় হিসাব খোলার ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় নমিনির তথ্য ও নমিনির স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এছাড়া, হিসাবধারী কর্তৃক নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সত্যায়িত করে এবং নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিও উক্ত ফরমের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়।

নাবালক কেও নমিনি করা যাবে। তবে হিসাবধারীর মৃত্যুকালে নমিনি নাবালক থাকলে উক্ত নাবালকের আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যথাযথ প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

ডিজিটাল ব্যাংকিং

প্রচলিত পদ্ধতিতে সরাসরি কাউন্টারে না গিয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্ম এর সহায়তায় ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করাকেই ডিজিটাল ব্যাংকিং নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা সমূহ

বাংলাদেশের ব্যাংকিসমূহ বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে প্রচলিত ডিজিটাল ব্যাংকি সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে-

- ইন্টারনেট/ অনলাইন ব্যাংকিং
- এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) সেবা
- ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড সেবা
- মোবাইল ব্যাংকিং
- এসএমএস (শর্ট মেসেজ সার্ভিস) সেবা ইত্যাদি

ইন্টারনেট ব্যাংকিং

ইন্টারনেট এর সহায়তায় ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করাই হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিং। এক্ষেত্রে যে ব্যাংকে গ্রাহকের হিসাব থাকবে সে ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনের মাধ্যমে গ্রাহকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং চালু করতে হবে। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হবে। পরবর্তীতে গ্রাহক উক্ত পাসওয়ার্ড নিজের পছন্দমত পরিবর্তন করতে পারবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট সময় পর পর পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে হবে।
ইন্টারনেট-এ যুক্ত হয়ে একজন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সুরক্ষিত ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে তার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তার ব্যাংক হিসাব এ প্রবেশ করতে পারেন। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক সাধারণত: নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পেতে পারেন:

- দিনে ২৪ ঘন্টা একাউন্টে প্রবেশের সুবিধা।
- হিসাবের ব্যালেন্স অনুসন্ধান।
- ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সুবিধা ব্যবহার করে এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে বা মোবাইল ওয়ালেটে অর্থ স্থানান্তর।
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ (যেমন: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ল্যান্ড ফোন, মোবাইল, টিউশন ফি, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি)
- অনলাইন কেনাকাটা।
- হিসাবের বিবরণী অনুসন্ধান।
- ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ।
- বিভিন্ন ডিপোজিট স্কিম এ সঞ্চয় ও ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম প্রদান ইত্যাদি।

এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) সেবা

এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ ব্যাংকে না গিয়ে তাঁর কার্ড ব্যবহার করে নিকটস্থ বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যাংক এর বুথে গিয়ে প্রথমে কার্ড প্রবেশ করার পর পিন চাপতে হয়। তারপর পিন আইডেন্টিটি চেক হবার পর রিকোয়েস্টটি ব্যাংকের এটিএম এর সুইচে যায়। তারপর সেখান থেকে ভেরিফাই হলে একাউন্ট এর টাকা উত্তোলন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় খুব সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে অবস্থিত এটিএম বুথ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নগদ টাকা উত্তোলন করা যায়। ফলে দূর দূরান্তে ভ্রমনে বা শপিং করতে নিজের সাথে নগদ টাকা বহন করার ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

এসএমএস (শর্ট মেসেজ সার্ভিস) সেবা

এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই নিজের ব্যাংক একাউন্টে প্রবেশ করতে পারেন এবং হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেতে পারেন। এছাড়া গ্রাহকের একাউন্টের যাবতীয় লেনদেন সম্পর্কে অবগত করে স্বয়ংক্রিয় বার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে যা গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

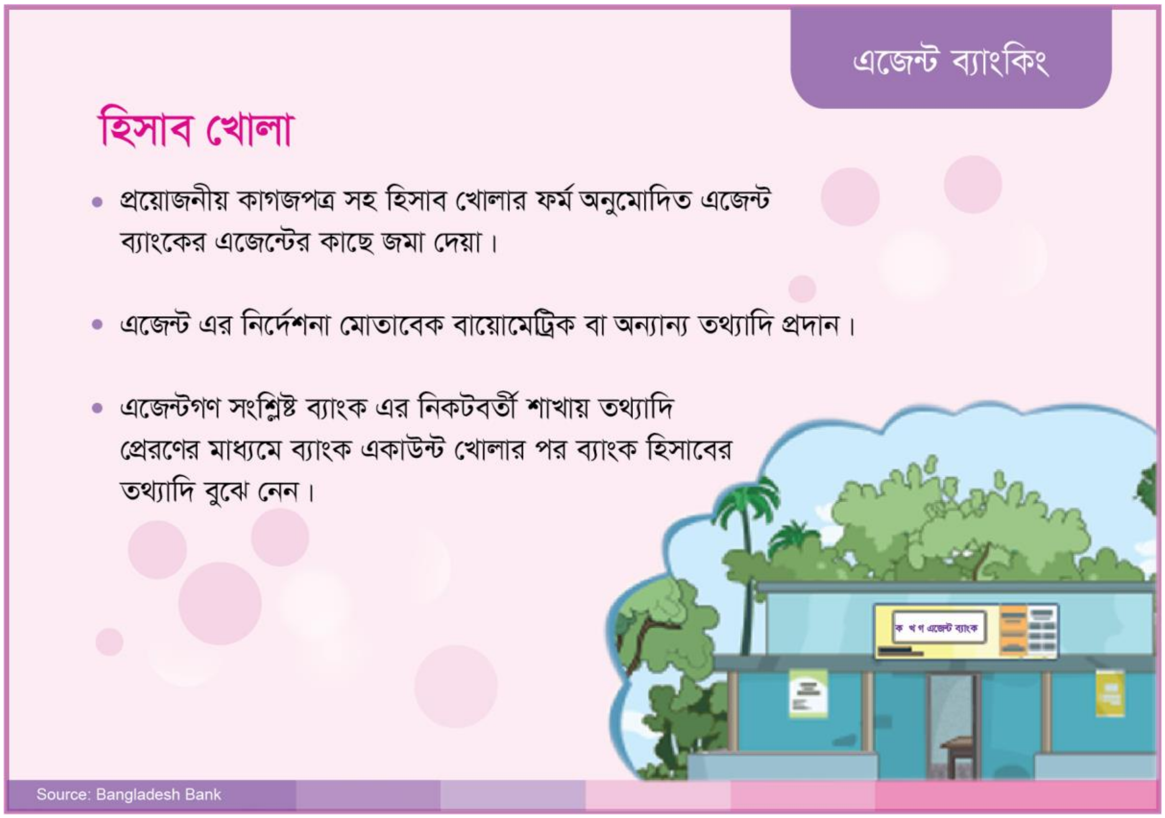

এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা

ব্যাংক অনুমোদিত এজেন্টগণ গ্রাহকের পূরণকৃত হিসাব খোলার ফর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখায় প্রেরণের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাব খুলে থাকে।

এজেন্টগণ ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন) নির্ভর বা সংক্ষেপে আইসিটি ভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: বায়োমেট্রিক যন্ত্র, পয়েন্ট অফ সেল (POS) মেশিন, স্মার্ট কার্ড রিডার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব খোলা ও পরিচালনা নিরাপদ কি না

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকিং এজেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা নিরাপদ।

প্রতিটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদর্শিত অবস্থায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

এজেন্ট আউটলেট এ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (Biometric) ব্যবহার করে (যেমন: ডিজিটাল যন্ত্রে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে) হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা হয়। এজেন্ট আউটলেট এ লেনদেন আইসিটি ভিত্তিক হয় বিধায় গ্রাহক সচেতন হলে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ খুবই নিরাপদ।

প্রতিটি লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহকের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে একটি নোটিফিকেশন/এসএমএস প্রদান করা হয়। সুতরাং গ্রাহক বুঝতে পারবেন কখন ও কী পরিমাণ অর্থ তার হিসাবে লেনদেন হয়েছে। এ কারণে এজেন্টের কাছে টাকা জমা করা ব্যাংকের শাখায় টাকা জমা করার মতই নিরাপদ।

গ্রাহকগণ এজেন্টের সহায়তায় লেনদেন করলেও তারা মূলতঃ ব্যাংকের গ্রাহক হওয়ায় সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য ব্যাংকের মূল সিস্টেমে চলে যায়। মোবাইল নোটিফিকেশন ছাড়াও এজেন্টের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলি বায়োমেট্রিক অথবা পিন (PIN) এর ভিত্তিতে হয় বিধায় গ্রাহকের হিসাব নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকে।

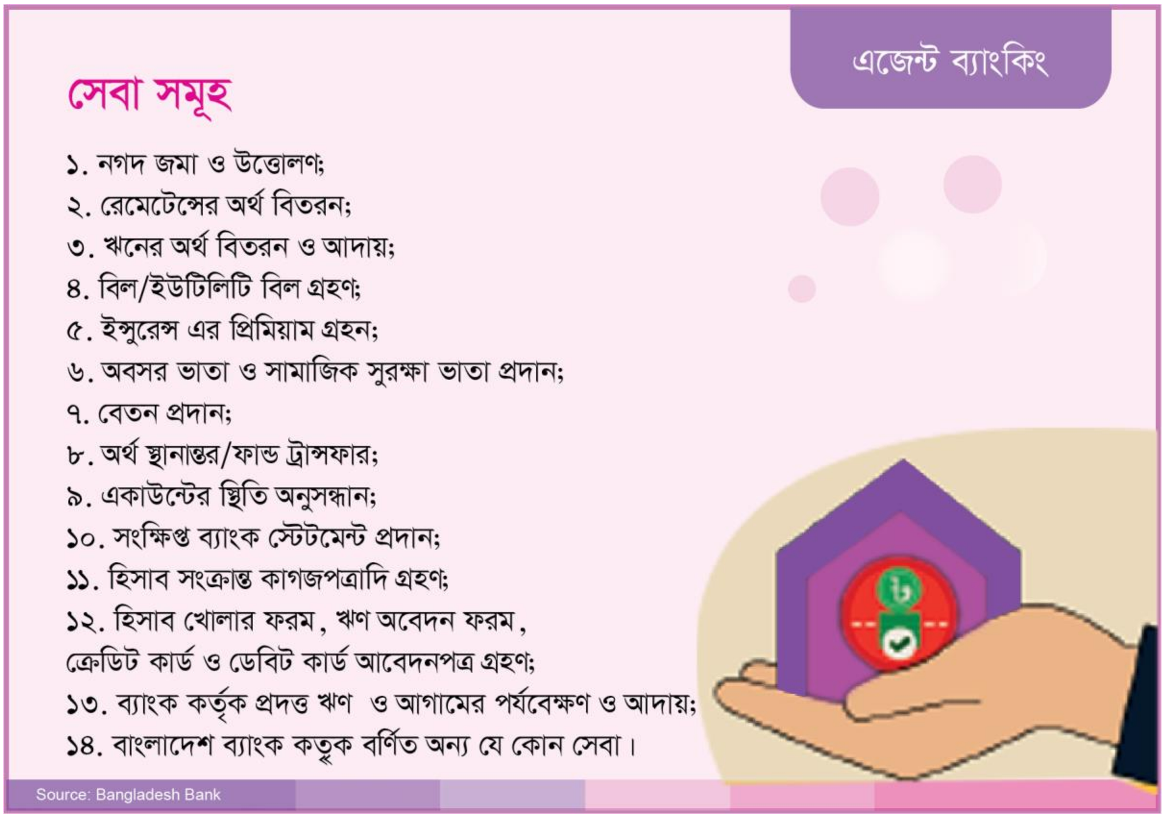

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (পি.ও নং ১২৭, ১৯৭২) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে মতিঝিল, ঢাকা এর প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল, সদরঘাটসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে এর ১০টি শাখা অফিস রয়েছে। দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংক এর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া, দেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও সনদপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ সংরক্ষণ করা, নোট ইস্যু করা ইত্যাদিসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যতঃ ব্যাংকসমূহের ব্যাংক। এটি সরকারের ব্যাংক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন https://www.bb.org.bd

উচিৎ

- প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না যাচাই করে নিতে হবে।
- ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন, পাসওয়ার্ড/ গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/ গোপন নম্বর স্মরণ রাখতে হবে।
- ব্যাকিং সংক্রান্ত যে কোন দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।
- গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে বা ঋণের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী/নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে।
- ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোন ধরণের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার জেনারেটেড) যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে।

- অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী।

অনুচিৎ

- অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করা যাবে না।
- ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন, পাসওয়ার্ড/ গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/ মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না।
- কাউকে ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না।
- সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক)/মোবাইল/ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/বিদেশ হতে গিফট বা পার্সেল প্রেরণের প্রস্তাব, চাকুরী দেয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব, লটারির পুরস্কার ও অলৌকিক ধন-সম্পদ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই একাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরণ অথবা মোবাইল ওয়ালেট এর গোপনীয় তথ্য অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর পিন বা পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না।
- ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য (পিন/পাসওয়ার্ড) দেয়া যাবে না। মনে রাখবেন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ব্যাংকিং এর কাস্টমার কেয়ার থেকে কখনোই গ্রাহকের কাছে এসব তথ্য চাওয়া হয় না।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং করে না। এ ধরণের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

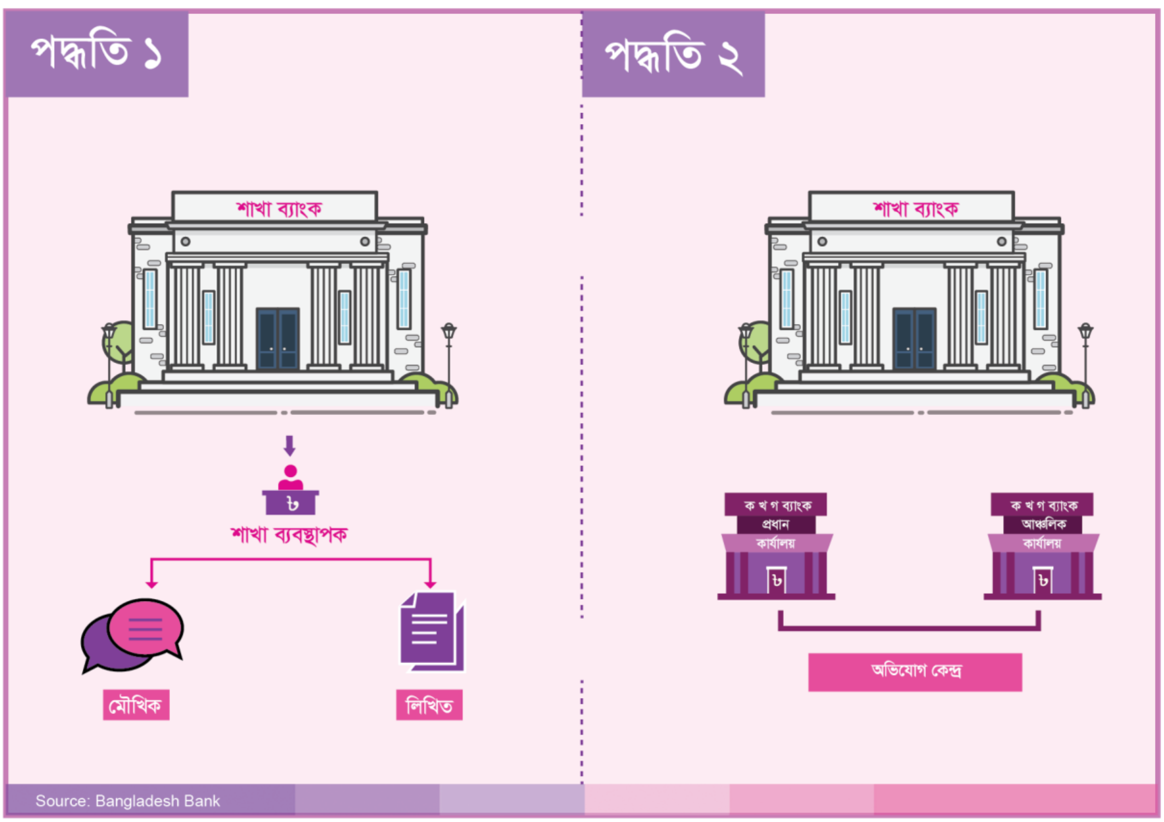

পদ্ধতি ৩

গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র

অভিযোগের জন্য

- ১৬২৩৬
- bb.cicp@bb.org.bd
- www.bb.org.bd
- BB Complaints

পরিচালক,
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড
কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট,
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যলয়
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Source: Bangladesh Bank